একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

www.padakhep.org

বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৪০ । অক্টোবর ২০২৪

'সংগ্রামী নারী বিনতা রানী বর্মনের সফল কৃষি উদ্যোগের গল্প'

বিনতা রানী বর্মন (৫২) ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার মল্লিকবাড়ী ইউনিয়নের নয়নপুর গ্রামে ১৯৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্মন (ক্ষত্রিয়) সম্প্রদায়ের সদস্য। স্বামীকে নিয়ে তার দুইজনের সংসার। বিয়ের আগে বাবার বাড়িতে বাবা, মা, ১ ভাই ও ৩ বোন নিয়ে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় বাবা-মার ভিটায় তাদের বসবাস ছিল। বাবা অধিক চাঁন বর্মন এবং মা রাজলক্ষী'র দ্বিতীয় সন্তান বিনতা। ৫ বছর বয়সে তার মা মারা যান। ১৯৮৮ সালে মল্লিকবাড়ীর নয়নপুর ইউনিয়নের নির্মল বর্মন এর সাথে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয় তার। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটা যৌথ পরিবারে তিনি বসবাস করতেন। শশুরের জমিতে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা হতো। আজ থেকে ২৮ বছর আগে যৌথ পরিবার ভেঙে গেলে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজন আলাদা বসবাস শুরু করেন। মল্লিকবাড়ি বাজারে স্বামীর একটা বইয়ের দোকান ছিল। একটা সড়ক দূর্ঘটনায় গর্ভের সন্তান মারা গেলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। শশুরের অনেক জমি থাকায় তিনি বিভিন্ন ধরনের সবজি, ধান ও আখ উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন। যেহেতু তাদের যৌথ পরিবারে পূর্ব থেকে আবাদ করা হতো সেখান থেকে ফসল উৎপাদনের কাজটা শিখেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি তার কৃষি কাজে সাত হাজার টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন।

কৃষি ব্যবসার দিকে আগ্রহ বাড়ে তার। শুধু আখ, ধান কিংবা সবজি চাষ করার মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি। গরুর দুধ উৎপাদন এবং গরু বিক্রয় করার উদ্যোগ নেন তিনি। এজন্য ২০০০ সালে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর ভালুকা ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করে ভর্তি হয়ে তিনি নয়নমনি মহিলা সমিতির সদস্য হন। তিনি পদক্ষেপ থেকে প্রথম ঋণ নেন ৩০ হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি একটা গাভী এবং ২টা ছাগল কিনেন। এর মাধ্যমে তিনি সমন্বিত কৃষি উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যান এবং তার আয় বাড়তে থাকে। তার উৎপাদনমুখী কাজ দীর্ঘসময় চলতে থাকে। একটা পর্যায় তার স্বামী অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে বিনতা রানীকেই সংসারের সম্পূর্ণ হাল ধরতে হয়। এভাবে চলতে চলতে ২০২০ সালে দেশে করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরু হয়। প্রথম অবস্থায় কৃষি কাজ করতে পারলেও তা বিক্রি না করতে পারায় তাকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হন তিনি।

এমন সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য করোনার পর-পরই বিনতা রানী বর্মন নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে পুনরায় সবজিচাষ শুরু করেন। তিনি আম, কাঠাল, লিচু আবাদ শুরু করেন এবং উন্নত মানের চারা ও সার ব্যবহার শুরু করেন। এছাড়াও আখ, ধান ও ঋতুভিত্তিক সবজি চাষও করেন। 'পদক্ষেপ' এর ভালুকা ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করে ১-১০-২০২০ এ ভর্তি হয়ে তিনি নয়নমনি মহিলা সমিতির সদস্য হন। করোনার পর পর তিনি 'পদক্ষেপ' থেকে ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন। তিনি 'পদক্ষেপ' থেকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ নেন। এভাবে চলতে চলতে তার ফসল ও সবজি বিক্রি থেকে যে আয় হয় তার সাথে অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে বসবাসের জন্য পাকা ঘর করার কারণে তার ফসল উৎপাদনের ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা কমে যায়। ফলে তিনি ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বরে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এর ভালুকা ব্রাঞ্চ থেকে অগ্রসর-রেইজ-ইয়ুথ ক্যাটাগরিতে ৭০ হাজার টাকা ঋণ নেন এবং সবজি চাষ করা অব্যাহত রাখেন।

বিনতা রানী বর্মন গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২৪ মাসে রেইজ প্রকল্পের আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুসংগঠিত করা ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন" শীর্ষক ১৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণে তিনি উদ্যোগ, উদ্যোগ উন্নয়ন ও উদ্যোগ পরিচালনা, ব্যবসায় পরিকল্পনা, পণ্য মূল্য নির্ধারণ, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, বিক্রেতার যোগাযোগ দক্ষতা, আচরণ, কথা বলার ধরণ, ব্যবসায়ে ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ, পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা, ঝুঁকি হ্রাসকরণ পদ্ধতি ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ, একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলী, ব্যবসা অব্যাহত রাখার কৌশলসমূহ, ব্যবসায়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যবসা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণের পূর্বে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তিনি জানতেন না কীভাবে পরিকল্পনা করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসায়ে সব ধরনের প্রতিকূলতা কাটিয়ে একজন সফল ব্যবসায়ী হতে পারবেন। 'রেইজ' প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বিনতা রানী জানতে পেরেছেন ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা করে কীভাবে ব্যবসায়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি এখন অনেক আশাবাদী, প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পূর্বের তুলনায় ব্যবসা পরিচালনা করা তার পক্ষে অনেক সহজ হবে। সেইসাথে তিনি সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে একজন সফল উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী হতে পারবেন।

বর্তমানে বিনতা রানী বর্মনের মূলধনের পরিমাণ নিজস্ব জমি বাদে ২.৮০ লক্ষ টাকা। তার ২৯ কাঠা আবাদী জমি রয়েছে। তার এক ঋতুতে সর্বমোট আয় হয় ৩ লক্ষ টাকা এবং সব খরচ বাদ দিয়ে তিনি ১.২০ রক্ষ টাকা লাভ করেন। এ অর্থ থেকে তার সংসারের চাহিদা মিটিয়ে বাকি অর্থ ভবিষ্যতের জন্য জমা করেন। বিনতা রানীর স্বপ্ন ভবিষ্যতে তিনি নিজেই একজন ফসলের আড়ত ব্যবসায়ী হবেন এবং নিজেরা আর্ত্মনির্ভরশীল হতে পারবেন। বিনতা রানী স্বপ্ন দেখেন নিজেকে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে তার মতো সফল নারী উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী হতে সহযোগিতা করবেন। বিনতা রানীর মতে, সমাজের সামান্য সহযোগিতা ও পরিবারের সহযোগিতা পেলেই নারীরা দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়ে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

জলবায়ু সহনশীল প্রকল্পের লম্বাবাঁক হাঁটিতে 'পিকেএসএফ' প্রতিনিধিদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা

'পদক্ষেপ' কর্তৃক 'Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh' প্রকল্পটি সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার লম্বাবাঁক হাঁটিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর অর্থায়নে হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রকৃতির সাথে অভিযোজিত করতে এবং তাদের জীবিকা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে প্রকল্পটি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'পিকেএসএফ' এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ও ইঞ্জিনিয়ার মোঃ তারিকুল ইসলাম, এপিসি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নূরে আলম বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় কমিউনিটির সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। এ সময় 'পদক্ষেপ' এর বি-বাড়িয়া জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মোঃ মোর্শেদুজ্জামান, জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রহমত আলী, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সাহেল রহমান আকাশ, প্রজেক্ট অফিসার ইঞ্জি. আমিনুল ইসলাম তুষার, প্রজেক্ট অফিসার মোঃ ছাদেকুল ইসলাম, ফিল্ড অফিসার মোঃ রকিবুল ইসলাম ও মোঃ ওমর ফারুক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম ও কাজের অগ্রগতিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি, হাওর অঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সারা বছর ধরে বৃক্ষরোপণ অভিযানের গুরুত্বসহ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের অভিভাবক সভা

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায়, চাঁদপুর সদর ও ভোলা সদর, লালমোহন এবং মনপুরা উপজেলায় গত অক্টোবর মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ছিল, শিশুযত্ন কেন্দ্রের কার্যাবলি সম্পর্কে শিশুর অভিভাবকদের অবহিত করা ও কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। সেইসাথে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য শিশু লালন-পালন ও পরিচর্যা বিষয়ক বয়স উপযোগী সেবা-যত্ন তথ্যাদি প্রদান এবং পজেটিভ প্যারেন্টিং সম্পর্কে মা-বাবা ও অভিভাবকদের আচরণগত পরিবর্তন আনা।

বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় অভিভাবক সভায় মোট ১২টি সেশনের আয়োজন করা হয়। সেশনের আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব, ইতিবাচক শিশু লালন-পালনের উপায়, যত্ন, পুষ্টি, সুরক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একইভাবে শিশু ও শিশুর মা-বাবার মানসিকভাবে ভালো থাকার বিভিন্ন উপায় এবং মা-বাবা ও পরিবারের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও শিশুর সাথে সময় কাটানো, খেলার মাধ্যমে কীভাবে শিশুর সাথে আনন্দময় সময় কাটানো যায় তা তুলে ধরা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে শিশুযত কেন্দ্রের কার্যক্রমের সাথে অভিভাবকদের সম্পৃক্তা বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচানার পাশাপাশি যত্নকারী, মা-বাবা ও অভিভাবক এবং কমিউনিটির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। কেন্দ্রের গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিশুর সার্বিক বিকাশ, শিশু যত্ন, সুরক্ষা ও প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগ সম্পর্কে মা বাবা ও অভিভাবকদের জানানোর জন্য অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ১-৫ বছরে শিশুদের দেখেশুনে রাখার পাশাপাশি শিশুযত্ন কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এবং ৬-১০ বছর বয়সি শিশুদের সাঁতার শেখানোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ফলে অভিভাবকরা শিশু বিকাশ, শিশু অধিকার এবং শিশুদের পানিতে ডুবাসহ ইনজুরি প্রতিরোধ বিষয়ে জানতে পারেন। পাশাপাশি শিশুরা বাড়িতেও যাতে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে সেজন্য মা-বাবাদের করণীয় বিষয়েও সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

'একীভূত শিক্ষা মেলায়' 'পদক্ষেপ' এর 'আইসিবিসি' প্রকল্পের অংশগ্রহণ

গত ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রঙ্গনে ১দিন ব্যাপী 'একীভূত শিক্ষা মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। 'ইউএসএআইডি' এর 'সবাই মিলে শিখি' প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত একীভূত শিক্ষা মেলায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন' কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ ও উপকারভোগীরা মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। সমাজে বিদ্যমান ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ এবং প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাছিবা খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন মনোহরদী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হাসান জোনায়েদ। অতিথিবৃন্দ, মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলো পরিদর্শন করেন। দিনব্যাপী মেলায় শিশুদের বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক মেলা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা

'পদক্ষেপ' এর 'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় গত ২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় এবং ১৯-২৩ অক্টোবর চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর, উত্তর মতলব ও দক্ষিণ মতলব এবং ভোলা জেলার ভোলা সদর, লালমোহন ও মনপুরা উপজেলায় গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্নের কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়েজন করা হয়। এ সময় সভায় নরসিংদী, চাঁদপুর ও ভোলা জেলার সভাপতি, ভিপিএমসি কমিটি, মনোনিত শিশু যত্নকারী সদস্য সচিব, সাধারণ সদস্য এবং শিশুর অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের শিশু যত্নকারী (সদস্য সচিব) কমিটির সভায় শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাসিক শিশু উপস্থিতির বাস্তব চিত্র, বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ, শিশুর ঝরে পড়া এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে শিশুদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য শিশুযত্ন কেন্দ্রকে সেবাদানের কেন্দ্র হিসেবে শিশুর জন্মনিবন্ধন, টিকাদান, চক্ষু ও কান পরীক্ষা, পানিতে ডুবা প্রতিরোধ এবং পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং কেন্দ্রে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মা-বাবা, অভিভাবকদের অংশগ্রহণমূলক উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানে উৎসাহিত করা হয়।

এছাড়াও কমিটির সভাপতি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত সভার সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কার্যক্রম সমন্বয়কারী এবং ইসিসিডি অফিসার ও কেন্দ্র সুপারভাইজারগণ। অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সভাটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সকলের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে আরও কমিটির সভা আয়োজনের সহযোগিতা কামনা করে সভা সমাপ্ত করা হয়।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের সাঁতার প্রশিক্ষণের পুকুর পরিদর্শন

বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় গত ১৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর সদরে জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণে পুকুর পরিদর্শন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম ইউং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক ও সহকারি পরিচালক আয়শা সিদ্দীকা। পরিদর্শন কালে তারা বলেন, একটি নিরাপদ পুকুরে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিশুর পানিতে ডুবা প্রতিরোধ ও শিশুদের জীবনরক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রধান করা আমাদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সেইসাথে সকলকে সচেতনভাবে প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন দিকনিদেশনা প্রদান করেন। আর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে শিশুরা সাঁতার এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া শিখে একদিকে যেমন ডুবে যাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হবে পাশাপাশি অন্যকেও পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

'আরএমটিপি' প্রকল্পের ভ্যালু চেইন স্টিয়ারিং কমিটির সভা এবং লিড ফার্মার ও মৎস্য চাষিদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ০২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে 'আরএমটিপি' প্রকল্পের ভ্যালু চেইন স্টিয়ারিং কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার দেবাশিষ বাছাড়, 'আরএমটিপি' প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাগণ। এ সময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সার্টিফিকেশন, খামার নিবন্ধন ক্যাম্পেইন পরিচালনা, প্রশিক্ষণ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ফিড মিল পরিদর্শন, অভয়াশ্রম স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রদর্শনী স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া অক্টোবর মাসে গোপালগঞ্জের ৫টি উপজেলা গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুরের মৎস্য চাষিদের নিয়ে মোট ২৩টি উন্নততর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণগুলোতে সর্বমোট ৫৭৫ জন চাষি অংশগ্রহণ করেন এবং এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। উক্ত প্রশিক্ষণের আওতায় চাষিদের পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, পুকুরে প্রিবায়োটিক ও প্রোবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার, মাছের খাদ্য নির্বাচন ও মাছ পরিচর্যা সহ মাছের সঠিক বাজারজাতকরণ ও নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও ২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় লিড ফার্মারদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। কর্মএলাকার ২০ জন লিড ফার্মার উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে চাষিদের আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, প্রদর্শনী ও মৎস্য চাষে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধনসহ পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, পুকুর এবং মাছের পরিচর্যা ও বার্ষিক হিসাবরক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি চাষিদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা এবং সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয় নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোটালীপাড়া উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের মেরিন ফিশারিজ অফিসার মো. রায়হান চৌধুরী, 'পদক্ষেপ' এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো: মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া এবং প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'এভানকো' এর মার্কেটিং ম্যানেজার মুস্তাফিজুর রহমান সোহাগ।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডা এর যৌথ অর্থায়নে এবং 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে 'পদক্ষেপ'।

'আরএমটিপি' প্রকল্পের আওতায় ফাম মেকানাইজেশন, আধা নিবিড় ও প্রোবায়টিক প্রদর্শনী স্থাপন, প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও পুষ্টি সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

'আরএমটিপি' এর উপ-প্রকল্প 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ' এর আওতায় গত ২৬, ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সদরের দীয়ারকুল, কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলী ও টুঙ্গিপাড়ার তাড়াইল এলাকায় বিভিন্ন প্রদর্শনী নির্ভর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকার ৯০ জন মৎস্য চাষির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী স্থাপনের বিভিন্ন দিকগুলো এবং প্রকল্পের সুবিধা-অসুবিধা, আয়-ব্যয় ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। চাষিরা নিজেদের ব্যবসার আরও উন্নতি সাধনের জন্য সার্বিক দিকনির্দেশনাগুলো মেনে চলার অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এছাড়া, অক্টোবর মাসে গোপালগঞ্জ সদরের ১ জনকে ফার্ম মেকানাইজেশন, কোটালীপাড়া উপজেলার ১ জনকে প্রোবায়োটিক প্রদর্শনী এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ১ জন মৎস্য চাষিকে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট চাষিদের অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়। উক্ত সহায়তার মাধ্যমে চাষিরা মাছের পোনা, জাল, মাছের খাবার ক্রয় ও প্রচারণামূলক ব্যানার স্থাপন করবেন।

এছাড়া ২৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ এরিয়া অফিসে প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ ও 'পদক্ষেপ' এর মাইক্রোফাইন্যান্স বিভাগে কর্মরত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও ক্রেডিট ম্যানেজারদের নিয়ে পুষ্টি সংবেদনশীলতা এবং মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের ডা. মোঃ আশরাফুল ইসলাম এবং প্রকল্পের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার দিপ্ত পাল। এসময় মানবদেহে পুষ্টিকর খাবারের ভূমিকা ও সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় মনিটরিং ও ইভালুয়েশন এর গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় অক্টোবর ২০২৪ মাসে মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ৩ জন নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ৩০টি দেশি মুরগি, মুরগির রাত্রিকালীন ঘর ও ক্রিপার প্রদান করা হয়। বসতবাড়িতে সবজি চাষের মাধ্যমে সদস্যদের আয়বর্ধনের জন্য উচ্চমূল্যে নিরাপদ সবজি চাষের আওতায় হাওরের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ৩৬ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ফসলের বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, ফেরোমন ফাঁদ, বেড়া তৈরির উপকরণ, মাঁচা তৈরির বাঁশ, সিমেন্টের খুঁটি, সাইনবোর্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় আরও ০৫ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কাঁচামাল, পরিবহন ও বিক্রয়ের জন্য বিশেষায়িত ভ্যান, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণের ফলে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সদস্যরা তাদের পরিবারের জন্য নিয়মিত আয় করতে সক্ষম হবে। এছাড়া কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের পাশাপাশি অকৃষিজ বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় নিকলী উপজেলার ০৭ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে মুদি দোকানের বিভিন্ন মালামাল এবং চা-দোকান শুরু করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। এছাড়াও মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার আরও ০৮ জন অতি দরিদ্র সদস্যদের মাঝেও মুদি দোকানের বিভিন্ন মালামাল প্রদান করা।

প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মালামাল প্রদান

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সেবার মান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজেট বরাদ্দ, প্রতিবন্ধী ভাতা, আইজিএ এর বর্তমান অবস্থা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধী দিবস ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় প্রতিবন্ধী সদস্যরা ভাতা ও আইজিএ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজে প্রতিবন্ধীদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। সভাগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসির সদস্যবৃন্দ ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ। এছাড়া সমাজের মুলধারার শ্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে সমাজে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকল্পের আওতায় নিকলী উপজেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইজিএ'র আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে যমুনা পিভিসি সদস্যদের প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য মালামাল প্রদান করা হয়। এ সময় পিভিসির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ব্যবসার মালামাল প্রতিবন্ধী সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

অক্টোবর ২০২৪ মাসে ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় দুই দিন ব্যাপি মোট ৬টি ব্যাচের প্রশিক্ষণের অয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপজেলা প্রধানগণ প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ছয় ব্যাচ প্রশিক্ষণে মোট ১৫০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মাঠ/ খামার দিবস

প্রকল্পের সমিতিভুক্ত সদস্য কর্তৃক মাঠে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সদস্য ছাড়াও এলাকার অন্যান্য সদস্যদের প্রদর্শণ করার জন্য মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। সকল উপপ্রকল্প ইউনিটের আওতায় অক্টোবর ২০২৪ মাসে মোট ৬টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়। এসময় চাষিদের ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন কলা কৌশল ও আগাম ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে বেশি লাভের সুযোগের বিষয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্ট আয়োজন

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর ২০২৪ মাসে স্কুলভিত্তিক কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় ১০টি স্কুলের কিশোরী ক্লাবের সদস্য অংশগ্রহণ করে। ইভেন্টে বিভিন্ন দিবস পালনের উপর ২ দলের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কিশোরীরা তাদের নিজেদের মোধা বিকাশে জেণ্ডার ও বিভিন্ন দিবস সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে তাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। এর ফলে কিশোরীরা এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়ছে। এ সময়ে স্কুলের কিশোরী, শিক্ষকসহ প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ, স্থানীয় পিভিসির সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পথনাটক প্রদর্শনী

অক্টোবর ২০২৪ মাসে সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য, দারিদ্র মুক্ত ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার করে আসছে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্প। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে 'পদক্ষেপ'। এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র জনগণ, ইন্টারসেকশনাল গ্রুপের সদস্যসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধীতা, জেন্ডার, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক এবং বিভিন্ন ভাতা সমূহ নিয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই আলোকে 'আশার আলোয় পদক্ষেপ' নিকলী উপজেলায় ১০টি পথনাটক প্রদর্শনী করা। কমিউনিটির আচারণ পরিবর্তনের জন্য বিনোদনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে নাটকগুলো প্রদর্শনী করা হয়। যা কমিউনিটির মানুষদেরকে আচারণ পবিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পথনাটকগুলোতে প্রায় ১২/১৩ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। নাটকগুলোর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ ছাইদুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

বিশেষায়িত চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্যদের মাঝে ৩টি বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প (চক্ষু) এর আয়োজন করা হয়। উক্ত চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে সর্বমোট ২৩২ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এরমধ্যে চোখের ছানি শনাক্তকরণ, কোমা, ক্যারাটাইটিস ও রেটিনা, চোখের নালি বন্ধ, কর্ণিয়ার আলসার, রাতকানা রোগ, চোখ ওঠা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এছাড়া উন্নত চিকিৎসার জন্য 'পদক্ষেপ' এর উদ্যোগে রেফারেল সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প (চক্ষু) এর আয়োজনের মাধ্যমে শনাক্তকৃত সর্বমোট ৩০ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করানো হয় এবং বর্তমানে তারা সকলেই সুস্থ আছেন। চক্ষু ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অপারেশন পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জ জেলার 'দীন চক্ষু হাসপাতাল' এর চিকিৎসকবৃন্দ।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয়করণ সভা ও ওরিয়েন্টেশন

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অক্টোবর ২০২৪ মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিজি পরিচালনা, কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য, সেবার মান উন্নয়নে করণীয়, সেবা গ্রহীতার সাথে সংবেদনশীল আচারণ, এলাকার অতিদরিদ্রদের সেবার আওতায় আনা, বয়স্ক, মা ও শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সেবা প্রদান ও সেবার মানউন্নয়নে নজর দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া গত ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ অষ্টগ্রাম উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপের সদস্যদের অংশগ্রহণে ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে ৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৫ জন সদস্যসহ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিভিন্ন সিজি কমিটির সদস্য, সিএইচসিপিসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আর্ন্তজাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন

'আগামী প্রজন্মকে সক্ষম করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা বিশ্বে পালিত হলো আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। বিশ্বে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বেসরকারি ভাবে দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে। এরই ধারবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসটি পালন করা হয়। 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন পিভিসি সদস্যদের উপস্থিতে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উপজেলা প্রশাসন ও 'পদক্ষেপ' এর যৌথ উদ্যোগে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতন-তা বৃদ্ধির জন্য পালন করা হয়েছে। এতে বক্তারা বলেন, মনে রাখা দরকার, সমস্যা যতটা প্রকট সমাধানে ততটাই সক্রিয় হতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগেও আমরা কষ্ট পাই। কিছু মানুষের দায়িত্বহীন আচরণ অনেকের জন্য ভোগান্তি বয়ে নিয়ে আসে। নদীর কূল ভরাট করা ও খাল আটকে জলাবদ্ধতা তৈরি করার মতো মন্দ কাজ বন্ধে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দিবসটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন অংশগ্রহণ করেন।

'রেইজ' প্রকল্পের আওতায় জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক 'টিওটি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

'রেইজ' প্রকল্পের আওতাভুক্ত ঢাকা জেলায় জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক 'টিওটি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংস্থার প্রশিক্ষণ পুলের নির্বাচিত কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৪-১৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ঢাকাস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক' 'টিওটি' প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণটির উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে 'পিকেএসএফ' এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), 'রেইজ' প্রকল্পের সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এবং উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী ও এস এম খালেদ মাহফুজসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন 'পদক্ষেপ', সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), ওয়েভ ফাউন্ডেশন, পরিবার উন্নয়ন সংস্থা ও রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

'রেইজ' প্রকল্পের 'কমিউনিটি আউটরিচ' কার্যক্রম

অক্টোবর ২০২৪ মাসে মোট ৫টি কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীসহ অন্যান্য কর্মসূচি যেমন-অগ্রসর. বুনিয়াদ, জাগরণ এর উপকারভোগীদের নিয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর 'রেইজ' ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জনসচেতনতা মূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন- পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

'রেইজ' প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

'রেইজ' প্রকল্পের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) প্রশিক্ষণ একটি চলমান কার্যক্রম। এর উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিক ভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা; ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা। ঢাকার আদাবর, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এই ৩টি কর্মএলাকায় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্ম-এলাকাসমূহে মোট ৫০ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ১০০জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর ২০২৪ মাসে শিষ্য/শিক্ষানবিশদের জীবনদক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পর্কে এবং মাস্টার ক্রাফট-পার্সন (এমসিপি)/গুরুদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারীরা সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' পর্যায় প্রকল্পের জামালপুরে 'নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে' গর্ভবতী মা'দের নিয়ে গ্রুপ মিটিং

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য় পর্যায় এর আওতায় গত ২৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ কলাবাগান, পশ্চিম ফুলবাড়িয়া, জামালপুরে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে গর্ভবতী মা'দের নিয়ে গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে সভায় শহরের বিভিন্ন এলাকার গর্ভবতী মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি, সহজলভ্যভাবে নরমাল ডেলিভারি, স্বল্প মূল্যে সিজারিয়ান সেকশন অপারেশন সেবা, প্রসব পূর্ব ৪ বার সেবা গ্রহণ, প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণ, অপুষ্টির শিকার শিশু ও মায়েদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার করা হয়। সভায় প্রায় ৩০ জন গর্ভবতী মা'সহ অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রকল্পের ক্লিনিক ম্যানেজার, এমআইএস অফিসার, ফ্যামেলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর, কাউন্সিলর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার' চালু রয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

সেপ্টেম্বর'২৪	ফেরত প্রদান	সিপিএফ	১০৫ জন	৯৩,৮৭,০১৩/=
		কর্মী কল্যাণ তহবিল	১০৪ জন	৩,৬৪,০০০/=
	অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম	১৮৬ জন	৮২,৮৭,৭৩৩/=
		কর্মী কল্যাণ তহবিল	৩৫ জন	৭,৪৩,৪০৭/=

'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মিটিং/পরীক্ষা/ওয়ার্কশপ সংখ্যা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ	অন্যান্য সংস্থা
সেপ্টেম্বর'২৪	২৩	১,১৫৫	৮	১৬	৫৩৯	৬১৬

'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

সুবিধাভোগী (সেপ্টেম্বর'২৪)	মোট অর্থ প্রদান (সেপ্টেম্বর'২৪)	সর্বমোট সুবিধাভোগী (২০০৯-২০২৪)	সর্বমোট অর্থ প্রদান (২০০৯-২০২৪)
১৯৩ জন	৯৭,২৬,২৪০/=	১৬১,৩৩০ জন	৫,২২৩,৮৯৫,৯৬৩ /=

অক্টোবর ২০২৪ মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৪৩৫ জন

অক্টোবর ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে 'পদক্ষেপ' এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ২৫৪ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'; ১৭১ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' এবং SDLP এর আওতায় ৮ জন নিয়োগপ্রাপ্ত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিকে 'ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বহি:উৎস থেকে সিনিয়র ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'Internal Audit' এবং সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'Training of Trainers' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অক্টোবর মাসে ১৯৯ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

অক্টোবর ২০২৪ মাসে 'পদক্ষেপ' এর 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পে নেত্রকোণা ও কক্সবাজারে এমআইএস/ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার ১, মেডিকেল অফিসার ১, প্যারামেডিক ১, ল্যাব টেকনিশিয়ান ১, নার্স ১, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্টান্ট ১, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্টান্ট ১, পিএইচসিসি ম্যানেজার ২, ম্যাসেঞ্জার কাম সিকিউরিটি গার্ড ৩, সার্ভিস প্রমোটর ১, ফিজিশিয়ান ১, ফ্যামিলি প্লানিং কোঅর্ডিনেটর ১, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ১ ও আয়া কাম ক্লিনার ১ জনকে এবং 'সিটিএম' প্রকল্পে নাটোর, সাতক্ষীরা, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চাঁদপুর কর্মএলাকায় সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে ৬ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে অফিস সহকারী পদে ৪ জন এবং জোনে সিএম-১/ এবিএম (লোন) ও এএম পদে ১৭২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

শোকবার্তা

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সংস্থার রাজশাহী জোনের রাজশাহী এরিয়ার আওতাধীন দারুশা ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ মামুনুর রশিদ (কর্মী পরিচিতি নং: ০২০২৫২০৬২৪) ব্রেন স্ট্রোক জনিত কারণে গত ১০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ভোর ০৫:০০ ঘটিকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর। আমাদের সহকর্মীর এই দুঃখজনক ও শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।